দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN. 24-1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪.....

৭০

কক্সবাজারে আড়াই শতাধিক প্রাথমিক শিক্ষক পদ শূন্য ॥ লেখাপড়া ব্যাহত

কক্সবাজার সংবাদদাতা ॥ কক্সবাজারে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থা বিরাজ করায় অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে এই জেলায় শিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামে বরাদ্দকৃত গম লইয়া নানা ধরনের কারচুপির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে সংশ্লিষ্টরা ওজনে কমদিয়া এবং অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর নামে খাতা পত্রে গম বিতরণ দেখাইয়া নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করিয়া নিতেছে। জেলার ৩ শত ৭৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকসহ ২ শত ৬২ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। কয়েক বছর যাবৎ বিভিন্ন প্রাথমিক

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

কক্সবাজারে

(৩য় পৃঃ পর)

বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। সরকারী প্রশাসনিক জটিলতার কারণে শিক্ষকদের নিয়োগ প্রদানে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে। কোন কোন স্কুলে ২ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে গাদাগাদি করিয়া ২ শিফটে ভাগ করিয়া ৪/৫জন শিক্ষককে পড়াইতে হইতেছে। শতাধিক স্কুলে শিক্ষকের স্বল্পতা ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে ছাত্রছাত্রীসহ শিক্ষকদের দুর্ভোগ পোহাইতে হইতেছে। এদিকে কতিপয় শিক্ষক বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্যসহ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্যস্ত থাকায় নিয়মিত বিদ্যালয়ে ক্লাস করিতে না পারায় ছাত্র-ছাত্রীদের ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়া থাকিতে হয়। রামু এবং মহেষখালী থানার কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সারা মাস স্কুলে না গিয়াও মাসের শেষে বেতনের টাকা উত্তোলন করিয়া থাকেন বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। তাহারা বছরের পর বছর একই স্কুলে নির্বিঘ্নে চাকুরী করিয়া গেলেও বদলি করা হয় না। অথচ রহস্যজনক কারণে কোন কোন শিক্ষককে বছর শেষ না হইতেই অন্যত্র বদলি করা হয়। জেলার ৭টি থানা শিক্ষা অফিসে সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারসহ বিভিন্ন পদে ২৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ শূন্য রহিয়াছে ২বছর যাবৎ।